ভ্যাক্সিনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও আড়াই বছর: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্পেশাল এনভয় ড. ডেভিড নাবারো জানিয়েছেন, করোনার ভ্যাক্সিনের অপেক্ষায় সারা বিশ্ব। তবে কাঙ্খিত ভ্যাক্সিন হাতে পতে অপেক্ষা করতে হবে আরো অনন্ত আড়াই বছর।

বৃহস্পতিবার ভারতীয় গণমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডেকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, আপাতত করোনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তির কোনো উপায় নেই। যদি কেউ এমনটা দাবি করেন, তাহলে তার প্রমাণ দরকার বলে মনে করেন তিনি।

তিনি বলেন, ভ্যাক্সিন দেয়ার পর কেউ করোনা থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ হচ্ছে কিনা, তা বুঝতে সময় লাগবে। এছাড়া বিশ্বের প্রত্যেকে ভ্যাক্সিন পাচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, গরিব দেশ হোক বা ধনী দেশ, প্রত্যেকে যাতে ভ্যাক্সিন পায়, সে বিষয়টাও নিশ্চিত করতে হবে।
কিছুদিন আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষে জানানো হয়, তাদের আশা, করোনাভাইরাসের কয়েক লক্ষ ভ্যাক্সিন তৈরি হবে চলতি বছরেই। আর পরের বছর শেষ হওয়ার আগেই তৈরি হবে ভ্যাক্সিনের ২০০ কোটি ডোজ।

ভ্যাক্সিন কাদের প্রথমে দেয়া হবে, সেই পরিকল্পনা তৈরি করার কাজও শুরু করে দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মীদের আগে দেয়া হবে ভ্যাক্সিন। এছাড়া যাদের বয়স বেশি ও অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত, তাদেরও দেয়া হবে প্রথম পর্যায়ে। এছাড়া জেল বা হোম, যেখানে বহু মানুষ একসঙ্গে থাকেন, তাদেরও দ্রুত ভ্যাক্সিন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

বিজ্ঞানীরা যদিও মনে করছেন এখনও করোনা লড়াইয়ে কার্যকরী প্রতিষেধক পেতে ১২ থেকে ১৮ মাস সময় লাগবে। আগের মাসে গ্লোবাল ফার্মাসিউটিক্যালসের ফিজার জানিয়েছিল, অক্টোবরের শেষেই করোনা প্রতিষেধক তৈরি হয়ে যাবে।

এখন সারা বিশ্বে ১০০ টি প্রতিষেধকের উপর বিভিন্ন স্তরে পরীক্ষা চলছে। কিন্তু পাকাপাকি সুফল নিয়ে করোনার সঙ্গে লড়াই করবে এমন প্রতিষেধকের খোঁজ এখনও ধোঁয়াশায়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় নির্মিত প্রতিষেধক আশা দেখাচ্ছে। কিন্তু কবে প্রতিষেধক প্রয়োগে কোভিড আতঙ্ক থেকে মুক্তি মিলবে তা এখনও অনিশ্চিত। সুত্র-যুগান্তর

চাল বিতরণে অনিয়ম এক ইউপি চেয়ারম্যান ও এক সদস্য বরখাস্ত

দুস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচির চাল বিতরণে অনিয়ম ও আত্মসাতের অভিযোগে একজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ইউপি) এবং খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল বিতরণে অনিয়ম ও ত্রাণ বিতরণে অনিয়মের অভিযোগে এক ইউপি সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে স্থানীয় সরকার বিভাগ।

বুধবার স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে উপসচিব মোহাম্মদ ইফতেখার আহমেদ চৌধুরীর স্বাক্ষরিত পৃথক প্রজ্ঞাপনে এমন সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, দুস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচির চাল বিতরণে অনিয়ম ও আত্মসাতের অভিযোগে ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা উপজেলার ৫ নম্বর বানা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাদি হুমায়ন কবীর এবং খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল বিতরণে অনিয়ম, সরকারি ত্রাণ বিতরণে অনিয়ম ও আত্মসাতের অভিযোগে হবিগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন ৬ নম্বর রাজিউড়া ইউনিয়ন পরিষদের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য জিল্লুর রহমানকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত ১০৪ জনপ্রতিনিধিকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। সূত্র-যুগান্তর

বাজেটের কপি ছেঁড়া সংসদের প্রতি চরম অবমাননা: ওবায়দুল কাদের

সংসদ ভবনের সামনে বাজেটের কপি ছিঁড়ে ফেলা সংসদের প্রতি চরম অবমাননা বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, এটি মহান সংসদের প্রতি চরম অবমাননা। এটি তাদের (বিএনপির সংসদ সদস্যদের) শপথ ভঙ্গেরও শামিল। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই।

তিনি বলেন, জাতির ক্রান্তিকালে তারা দায়িত্বশীল আচরণ করেনি। তারা চেয়েছিল, সংসদ যাতে কোনও বাজেট পাস না করে। বাজেট ছাড়া একটি রাষ্ট্র তারা দেখতে চেয়েছিলেন। তারা দেশে একটি হতাশাজনক অবস্থা দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা মানুষের মধ্যে আশার আলোর সঞ্চার করতে পেরেছি, যা এই মহামারী পরিস্থিতিতে অত্যন্ত প্রয়োজন।

বৃহস্পতিবার বিকালে সংসদ ভবন এলাকার সরকারি বাসভবন থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট অনুমোদন পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

ওবায়দুল কদের বলেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই মহামারীর সময়ই আমাদের বাজেট প্রণয়ন করতে হয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের আর্থিক বছরের গণনা আমাদের চেয়ে ভিন্ন হওয়ায় (যেমন জানুয়ারি টু ডিসেম্বর, এপ্রিল টু মার্চ, অক্টোবর টু সেপ্টেম্বর) তাদের এই সময়ে বাজেট করতে হয়নি। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশ এবং দক্ষিণ গোলার্ধের কিছু দেশে আমাদের মতো জুলাই থেকে জুন আর্থিক বছর ধরা হয়।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ৫ লক্ষ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ এই সময়ে যেসব দেশ বাজেট প্রণয়ন করেছে, তাদের অধিকাংশই করোনা পরিস্থিতির কারণে তাদের বাজেট উল্লেখযোগ্যভাবে সংকোচন করেছে। কোনও কোনও দেশ বাজেট দিতে ব্যর্থ হয়ে বিশেষ আইনের সহায়তায় বাজেট প্রণয়ন স্থগিত করেছে। এই সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার দুই একটি দেশসহ (যেমন পাকিস্তান) পৃথিবীর অনেক দেশে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

সেতুমন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯-এর প্রভাবে দেশের স্বাস্থ্যখাতে যে সাময়িক প্রয়োজন উদ্ভূত হয়েছে তা মেটানো এবং অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে যে ক্ষয়-ক্ষতি সৃষ্টি হবে তা পুনরুদ্ধারের কৌশল বিবেচনায় নিয়ে এই বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি আওয়ামী লীগ সরকারের ১৭তম এবং বর্তমান মেয়াদের দ্বিতীয় বাজেট। এ বাজেটে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং করোনাভাইরাস মোকাবেলায় জীবন ও জীবিকা রক্ষার উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য, কৃষি, কর্মসৃজন ও সামাজিক নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এছাড়া আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহ অর্জনের প্রয়াস আরও জোরদার করা হবে। আমাদের সরকার দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১) অনুমোদন করেছে। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন, গত এক দশকেরও অধিক সময় ধরে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা যদি দেশের এই অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নয়ন না করলে এই পেনডেমিক পরিস্থিতিতে দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হতো। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী যদি ২০০৯ এর পর দেশে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর উৎপাদন বৃদ্ধি না করতেন, তাহলে এই পেনডেমিকে এদেশের মানুষ বিদ্যুৎবিহীন দুঃসহ পরিস্থিতি কীভাবে সহ্য করতো আর হাসপাতালগুলো কীভাবে চলতো, সেটি আমরা চিন্তাও করতে পারছি না।

এই বাজেটে কৃষি খাত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত জানিয়ে তিনি বলেন, কৃষিতে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মধ্যে আমরা চাল উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। করোনাত্তোর কৃষিখাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উৎপাদন, বাজারজাতকরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করার মাধ্যমে খাদ্য সঙ্কট যাতে তৈরি না হয় সেদিকে নজর দেওয়াই আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। করোনা-পরবর্তী পরিস্থিতিতে কোনভাবেই যাতে খাদ্য সঙ্কট সৃষ্টি না হয় সে জন্য এক ইঞ্চি আবাদি জমিও ফেলে না রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে আমি কৃষি মন্ত্রণালয় ও তার সকল সহযোগী সংস্থাগুলোকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশনা দিয়েছেন।

এসময় বাঙালির সব অর্জনের পেছনে আওয়ামী লীগের অবদান রয়েছে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, জাতির পিতার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাই এনে দেয়নি, এই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যা যা করা প্রয়োজন ছিল তার সবকিছুই করেছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এদেশের জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি অর্জিত হয়েছে। স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রতীক আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলেই বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়।

তিনি আরও বলেন, মোটা দাগে বলতে গেলে, বাঙালি জাতি হিসেবে এ পর্যন্ত যা কিছু পেয়েছে, তার সবকিছুই দিয়েছে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ; দিয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এবং দূরদর্শী ও বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা। পঁচাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশের সব অর্জন শেখ হাসিনার কারণেই। পিতার মতো তিনি দেশের মানুষকে ভালোবেসে পুরো জীবন উৎসর্গ করেছেন। শেখ হাসিনা নিজের দর্শন-চিন্তা- কর্মপ্রচেষ্টা দিয়ে সমুজ্জ্বল হয়ে আছেন বাঙালির হৃদয়ে।

যুগান্তর রিপোর্ট

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোর উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোর উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সংস্কার ও আধুনিকায়নের জন্য এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে শ্রমিকদের শতভাগ পাওনা বুঝিয়ে দেয়া হবে। শ্রমিকদের পাওনা টাকা সরাসরি তাদের অ্যাকাউন্টে দেওয়া হবে।

বৃহস্পতিবার সকালে গণভবনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সংবাদ ব্রিফিংয়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউস এসব তথ্য জানান।

দেশে ২৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল রয়েছে।

মুখ্য সচিব বলেন, রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোর আধুনিকায়ন ও রিমডেলিংয়ের জন্য উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শ্রমিকদের শতভাগ পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া হবে। শ্রমিকদের পাওনা বুঝিয়ে দিতে পাঁচ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

ড. আহমদ কায়কাউস বলেন, শ্রমিকদের আরও দক্ষ করতে প্রশিক্ষণ দেবে সরকার। পরবর্তীতে এ কারখানাগুলো পুনরায় চালু হলে নিয়োগের ক্ষেত্রে বর্তমান শ্রমিকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

এক প্রশ্নের জবাবে মুখ্য সচিব বলেন, পাটকল শ্রমিকরা এতোদিন ঠিকমতো তাদের পাওনা পেতো না। এখন তাদের সব পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, মূলত শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য ৫০ শতাংশ পারিবারিক সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে দেওয়া হবে। এতে শ্রমিকরা এখন যে অবস্থায় আছেন তার চাইতে বেশি ভালো থাকবেন।

যুগান্তর রিপোর্ট

সুস্বাস্থ্যের জন্য দরকার ভেজালমুক্ত খাবার: তাজুল ইসলাম

দেশের মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য যেমন হাসপাতাল ও চিকিৎসার মান উন্নয়ন দরকার, তেমনি ভেজালমুক্ত খাবারও প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম। তিনি বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগারের উদ্বোধন শেষে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস, স্থানীয় সরকার

বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমেদ সহ স্থানীয় সরকার বিভাগ ও ডিএসসিসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

মো. তাজুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের যেমন হাসপাতাল তৈরি করতে হবে, চিকিৎসার মান উন্নয়ন করতে হবে তেমনি মানুষকে বিশুদ্ধ ও ভেজালমুক্ত খাবার দিতে হবে। কারণ মানুষের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে বিশুদ্ধ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবারের কোন বিকল্প নেই।

তিনি বলেন, মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়লে তার ইমিউনিটি সিস্টেম যে কোন ভাইরাসকে সহজেই দমন করতে পারে। আর মানুষের ইমিউনিটি নির্ভর করে ফুড সাইকেলের ওপর। খাদ্যে ভেজাল থাকলে মানুষ সহজেই ছোট-খাটো ভাইরাসে আক্রান্ত হয়।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অধিকাংশ মানুষ প্রক্রিয়াজাত খাবার খাওয়ায় তাদের ইমিউনিটি কমে গিয়েছিল। ফলে যুদ্ধের চাইতেও যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ছোট-খাটো ভাইরাসের আক্রমণে যুদ্ধের চেয়েও অনেক বেশি মানুষ মারা গিয়েছিল।

আধুনিক খাদ্য পরীক্ষাগারটিকে ইউরোপীয় দেশগুলোর মতো উন্নতমানের উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই পরীক্ষাগার নগরবাসীকে ভেজালমুক্ত খাবার সরবরাহ করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সূত্র- ইত্তেফাক

দেশে করোনা আক্রান্ত দেড় লাখ ছাড়াল

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। মহামারীতে এ পর্যন্ত মারা গেছেন এক হাজার ৯২৬ জন।

বৃহস্পতিবার দুপুরে কোভিড-১৯ রোগ নিয়ে হালনাগাদ তথ্য দিতে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অনলাইন সংবাদ ব্রিফিংয়ে এমন তথ্য জানানো হয়েছে।

অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা বলেন, এ সময়ে নতুন করে চার হাজার ১৯ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে। এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছে এক লাখ ৫৩ হাজার ২৭৭ জন।

তিনি বলেন, ২৪ ঘণ্টায় ১৭ হাজার ৪৪৭টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। আর পরীক্ষা করা হয়েছে ১৮ হাজার ৩৬২টি। এ পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে আট লাখ দুই হাজার ৬৯৭টি।

তিনি বলেন, আজ ৭০টি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। আরেকটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ পরীক্ষাগারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে।

‘গত এক দিনে সুস্থ হয়েছেন চার হাজার ৩৩৪জন। আর এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৬৬ হাজার ৪৪২ জন। শনাক্তের বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪৩.৩৫ শতাংশ।’

তিনি আরও বলেন, শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক ২৬ শতাংশ। মৃতদের মধ্যে পুরুষ ৩২ জন, আর নারী ছয় জন।

করোনার ঝুঁকি এড়াতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং স্বাস্থ্যবিধি মানতে সবাইকে অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, দেশের কয়েকটি এলাকা বন্যাকবলিত। সরকার দুর্গতদের সহায়তায় কাজ করছে।

পাশাপাশি স্বাস্থ্য অধিদফতরের পক্ষ থেকে সব ধরনের ওষুধ বন্যাদুর্গত এলাকায় পৌঁছানো হয়েছে। করোনা মোকাবেলায় দুর্গত এলাকায় সবাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। পানিতে ডুবে ও সাপের কামড়ে মারা যাওয়া থেকে সতর্ক থাকুন। সুত্র-যুগান্তর

প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ ভিশন বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দিচ্ছেন জয়

যেসব দেশ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে (আইসিটি) এগিয়ে তারা করোনাকালে বাড়তি সুফল পাচ্ছে। দ্রুত ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রসারে

যাচ্ছে অনলাইনের মাধ্যমে। আমরা করোনাবিষয়ক তথ্য সেবা, টেলিমেডিসিন সেবা, সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য জরুরি খাদ্য সহায়তা, সেলফ করোনা টেস্টিংসহ অনেকগুলো নতুন সেবা যুক্ত করি হেল্পলাইন ৩৩৩ নম্বরে। এ ছাড়া করোনা বিডি অ্যাপ এবং কন্টাক্ট ট্রেসিং অ্যাপ, ‘ভলান্টিয়ার ডক্টরস পুল, বিডি’ অ্যাপ সেলফ টেস্টিং টুল, প্রবাস বন্ধু কলসেন্টার, ডিজিটাল ক্লাসরুম, ফুড ফর নেশন, এডুকেশন ফর নেশনসহ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম চালু করি।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ ঘোষণার পর জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা এবং আমাদের আইসিটি উপদেষ্টা মহোদয়ের যোগ্য নির্দেশনায় আমরা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষপণ করেছি, দ্বিতীয় স্যাটেলাইটের প্রস্তুতি নিচ্ছি। আগামী বছর ফাইভজি চালুর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

সফটওয়্যার রপ্তানিকারকদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসের (বেসিস) সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবীর জানান, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ব্লকচেইন, রোবটিকসের মতো প্রযুক্তিগুলো নিয়ে কাজ করতে হলে আমাদের দক্ষ জনবলের বিকল্প নেই।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

আওয়ামী লীগ নেতার জীবন নিয়ে খেললো পার্কভিউ হাসপাতাল, বিনাচিকিৎসায় মৃত্যু

সাতদিন ধরে হার্টের চিকিৎসা নিয়ে সন্ধ্যায় হাসপাতাল ছেড়েছেন রোগী। রাতে শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে সকালে আবার নিয়ে আসা হয় একই হাসপাতালে। কিন্তু দুই ঘণ্টা যাবৎ তারা রোগীকে ভর্তি নেয়নি। এক

পর্যায়ে হাসপাতালের জরুরি বিভাগেই তার মৃত্যু হয়। তিনি হার্টের রোগী ছিলেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে নগরীর পার্ক ভিউ হাসপাতালে এমন ঘটনা ঘটেছে। এর আগেও তারা এই রোগীকে ভর্তি নেয়নি প্রথমে। পরবর্তীতে এক সাবেক ছাত্রনেতার হস্তক্ষেপে রোগী ভর্তি নেয় কর্তৃপক্ষ।

বিনা চিকিৎসায় মারা যাওয়া ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ হোসেন। তিনি চট্টগ্রামের কর্ণফুলী থানার শিকলবাহা ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি।
মোহাম্মদ হোসেনের ভাতিজা ইসহাক ইমন বলেন, ‘বুধবার সন্ধ্যায় আমার চাচাকে পার্কভিউ হাসপাতাল থেকে বাসায় নিয়ে যাই। রাতে ওনার শ্বাসকষ্ট বেড়ে গেলে আজ সকাল ৭ টার দিকে আবার পার্কভিউ হাসপাতালে নিয়ে আসি। কিন্তু এবার তারা রোগী ভর্তি নেয়নি। দুই ঘণ্টা ধরে তারা রোগীকে দেখতেও আসেনি। এক পর্যায়ে ডাক্তার আশরাফ এসে বলে উনি করোনা সাসপেক্টেড। আইসিইউ লাগবে। এরপর বলে একবার ৪ তলায় যান, আবার বলে ৮ তলায় যান। এভাবে করতে করতে রোগী মারাই গেল।’

তিনি আরও বলেন, ‘এক সপ্তাহ আগেও তারা আমার চাচাকে ভর্তি নেয়নি। পরে নুরুল আজিম রনি ভাইয়ের হস্তক্ষেপে তারা ভর্তি নেয়।’

এ বিষয়ে মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নুরুল আজিম রনি বলেন, ‘১৫ জুন বুকের ব্যথা নিয়ে এই রোগী উক্ত হাসপাতালে আসলে সিট না দেওয়ার অভিযোগ এনে রোগীর স্বজন আমাকে ফোন করেছিল। সেদিন আমি হাসপাতালের দায়িত্বরতদের সাথে ফোনে কথা বলে একপ্রকার জোর করে রোগীর সিট ম্যানেজ করে দিয়েছিলাম। এরপর এই রোগী সুস্থ হলে ২০ জুন বাড়ি চলে যায়। পরবর্তীতে ২৬ জুন পুনরায় অসুস্থ হলে এই রোগীকে আবারো পার্ক ভিউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুধবার সন্ধ্যায় রোগীকে রিলিজ করলে আত্মীয়রা বাড়ি নিয়ে যায়। কিন্তু বৃহস্পতিবার ভোরে পুনরায় এই রোগী বুকের ব্যথা অনুভব করলে পার্কভিউ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সকাল ৭টা থেকে দুই ঘণ্টা উক্ত রোগীকে ইমার্জেন্সিতে রাখলেও হার্টের কোনো চিকিৎসা দেওয়া হয়নি। উল্টো বুধবার সন্ধ্যায় রিলিজ হওয়া এই হার্টের রোগীকে করোনা উপসর্গের রোগী বলে হাসপাতালের দায়িত্বরতরা চিকিৎসাদানে বিরত থাকেন। পরবর্তীতে বুকের ব্যথায় কাতর এই রোগী বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ করেন।’

এ বিষয়ে জানতে সিএমপির উপ কমিশনার (উত্তর) বিজয় বসাক বলেন, ‘আমরা

এ ধরনের কোনো অভিযোগ পাইনি। স্বজনরা অভিযোগ করলে আমরা ব্যবস্থা নিব।’

পার্কভিউ হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. রেজাউল করিমকে মুঠোফোনে কল দিয়েও পাওয়া যায়নি।

সূত্র: বিডি-প্রতিদিন

বাংলাদেশে করোনায় কোন বয়সী মানুষের মৃত্যুর হার কত?

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে যারা মারা যাচ্ছেন, তাদের মধ্যে ষাটোর্ধ বয়সের মানুষ বেশি বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদফতর।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা বলেন, এ পর্যন্ত যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের মধ্যে ষাটোর্ধ বয়সের মানুষের মৃত্যুর হার ৪৩. ২৭ শতাংশ। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

অন্যান্য বয়সীদের মধ্যে মৃত্যুর হার:

>>>> ৫১ থেকে ৬০ বছরের মানুষের মৃত্যু হার ২৮.৫১ শতাংশ

>>>> ৪১ থেকে ৫০ বছরের ১৪.৯৯ শতাংশ

>>>> ৩১ থেকে ৪০ বছরের ৭.৬২ শতাংশ

>>>> ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ৩.৪৯ শতাংশ

>>>> ১১ থেকে ২০ বছরের মধ্যে ১.১৬ শতাংশ

>>>> ১০ বছরের নিচে দশমিক ৬৩ শতাংশ।

এদের বেশিরভাগই হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড মেডিসিনের তথ্য অনুযায়ী, এ পর্যন্ত বিশ্বে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে পাঁচ লাখ ১১ হাজার ৫৪৩ জনের।

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ১,৮৮৮ জন মৃত্যুবরণ করেছেন।

তবে সরকারি সংস্থা রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইন্সটিটিউট আইইডিসিআরের তথ্যমতে, বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে এপর্যন্ত শনাক্ত ব্যক্তির ৫০ শতাংশেরই বয়স ২১ থেকে ৪০ বছর।

আইইডিসিআরের ভাইরলজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক তাহমিনা শিরিন এর আগে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, তরুণরা নিজেরা আক্রান্ত হয়ে করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরীক্ষা ব্যবস্থার উপর চাপ তৈরি করছেন।

অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৪১ জন মারা গেছেন। তাদের মধ্যে হাসপাতালে মারা গেছেন ২৩ জন আর বাড়িতে ১৮ জন। সূত্র-যুগান্তর

ট্রান্সকম গ্রুপের চেয়ারম্যান লতিফুর রহমান আর নেই

ট্রান্সকম গ্রুপের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট শিল্পপতি লতিফুর রহমান আর নেই। বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টায় কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন তিনি (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। লতিফুর রহমান প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা।

এছাড়া, আন্তর্জাতিক ফুড চেইন পিৎজা হাট ও কেএফসি, পেপসি এবং ফিলিপসের বাংলাদেশে ফ্রাঞ্চাইজির মালিক ছিলেন তিনি। তিনি ২০১২ সালে মর্যদাপূর্ণ বিজনেস ফর পিস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন।

পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে, লতিফুর রহমানের মরদেহ আজ ঢাকায় আনা

হবে। গুলশানের আজাদ মসজিদে বাদ এশা তার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর রাতেই বনানী কবরস্থানে তাকে দাফন করা হবে।

লতিফুর রহমানের জন্ম ১৯৪৫ সালের ২৮ আগস্ট। তিনি ঢাকায় থাকতেন গেন্ডারিয়ায়। মৃত্যুর সময়ে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও দুই মেয়েসহ আত্মীয়স্বজন, গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।